বার মাসের ফযিলত হয়েছে নবীওলীদের কারণে। মহররম মাসের ফযিলত হয়েছে আশুরা ও নবীগণের কারণে। শাহাদাতে কারবালার ফযিলত হয়েছে ইমাম হোসাইন (রাঃ)-এর কারনে। সফর মাসের আখেরী চাহারশোম্বার ফযিলত হয়েছে নবীজীর রোগবিরতি ও গোসলের কারনে। রবিউল আউয়াল মাসের ফযিলত হয়েছে নবীকরিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেলাদতের কারণে এবং ঐদিনটি (১২ই বরিউল আউয়াল) শবে কদরের চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। রবিউস্‌সানীর ফযিলত হয়েছে গাউছে পাকের ওফাতের তারিখের কারণে। রজব মাসের ১লা তারিখের ফযিলত হয়েছে নবীজীর মাতৃগর্ভে আসার কারণে। রজবের দশ তারিখের ফযিলত হয়েছে নূহনবীর মহাপ্লাবন শুরু এবং বিশ্ববিপ্লবের কারণে। ঐ তারিখে সব কাফের ধ্বংস হয়েছে এবং নূতন করে মুমিনদের দ্বারা দুনিয়া পুনরায় আবাদ হয়েছে। ২৭শে রজবের ফযিলত হয়েছে নবীজীর মি'রাজ ও খোদার দীদার লাভের কারণে। শাবান মাসের ফযিলত হয়েছে শবে বরাতের কারণে। রমযানের ফযিলত হয়েছে রোযার কারণে এবং শবে ক্বদরের ফযিলত হয়েছে- কোরআন নাযিলের কারণে। শাওয়াল মাসের ১লা তারিখের ফযিলত হয়েছে ঈদে রমযানের কারণে এবং বাকী দিনগুলোর ফযিলত হয়েছে- ৬ রোযার কারণে। যিলক্বদ মাসের ফযিলত হয়েছে হজ্ব ফরয হওয়ার আয়াত নাযিলের কারণে। যিলহজ্ব মাসের আরাফা দিনের ফযিলত হয়েছে কোরআনের শেষ আয়াত নাযিল হওয়ার কারণে ও হজ্বের কারণে এবং মোজদালেফার ফযিলত হয়েছে হযরত আদম-হাওয়ার প্রথম বাসররাত্রি যাপনের কারণে। ১০ই যিলহজ্বের ফযিলত হয়েছে ঈদে কোরবানী ও হযরত ইমামঈলের যবেহ্ অনুষ্ঠানের কারণে। ইয়াওমে মিনার ফযিলত হয়েছে- হযরত ইবরাহীম ও ইসলাঈল কর্তৃক শয়তানকে পরাভূত করার কারণ।

এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়-মহৎ ব্যক্তি ও মহৎ কাজের কারণেই বিভিন্ন স্থানও কাল মহৎ হয়েছে। নতুবা মাস বা দিনের মৌলিক কোন মাহাত্ম্য নেই। সোমবারের ফযিলত হয়েছে আমাদের প্রিয়নবীর জন্ম দিন, ওহীপ্রাপ্তির দিন, মি'রাজের দিন হিজরতের দিন এবং ওফাতের দিন-এই ৫ কারণে (ইবনে আব্বাস)।

তদ্রূপ রবিউস্‌সানী ধন্য হয়েছে হযরত গাউসুল আযমের ওফাত দিবস হিসাবে। তিনির ইনতিকাল হয়েছে ৯ তারিখে এবং দাফন হয়েছে ১১ তারিখে। দুই দিন ব্যাপী নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়েছে শতশত বার। এতেই বুঝা যায়- হযরত গাউসেপাক তৎকালে কত জনপ্রিয় ছিলেন। হুযুর গাউসে পাকের এই জনপ্রিয়তা এবং খাজা গরীব নওয়াযের জনপ্রিয়তা এখনও পূর্বের মতই অটুট রয়েছে এবং থাকবে। তাই বলছিলাম- দিন ও তারিখ হলো আল্লাহর- কিন্তু ধন্য হয়েছে নবী ওলীগনের দ্বারা। দুশমনেরা যতই চেষ্টা করুক, মানুষের মন থেকে গাউসে পাক ও খাজা গরীব নওয়াজকে মুছে ফেলতে পারবেনা। আল্লাহকে রাজী করতে পারলে আল্লাহ-ই তাদের সম্মান বাড়নোর ব্যবস্থা করেন (আল-কোরআন ছুরা মরিয়ম আয়াত ৯৬)।

তাই আসুন। আমরাও গাউসেপাককে স্মরণ করে ধন্য হই এবং তাঁর তারিকা ধরে স্মরণীয় হই। তরিকার মাধ্যমেই আজও সত্যিকারের ইসলাম টিকে আছে। তরিকাবিরোধী ওহাবী ও মউদূদীবাদীরা প্রকৃত ইসলামের রূপরেখা পরিবর্তন করে ওহাবীরূপে রূপান্তর করতে চায়। আমরা গাউসে পাকের গোলামেরা তা হতে দেবোনা-ইনশাআল্লাহ্।

অধ্যক্ষ হাফেয মোঃ আব্দুল জলিল